বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা প্রকল্প
অভয়নগর,যশোর।

ইরেসপোভূক্ত অভয়নগর উপজেলাধীন শংকরপাশা মিস্ত্রিপাড়া এমবিএসএস লিঃ এর ম্যানেজার বীনা রাণী দার এর সফলতার কাহিনী।

পরিচিতি ঃ-

নাম ঃ বীনা রাণী দাস
স্বামীর নাম ঃ গণেশ চন্দ্র দাস
বয়স ঃ৪৫ বৎসর
সমিতির নাম ঃ শংকরপাশা মিস্ত্রিপাড়া এমবিএসএস লিঃ
সমিতির নিবনন্ধন নং- ঃ
ঠিকানা ঃ গ্রাম শংকরপাশা,ডাকঘর-নওয়াপাড়া,উপজেলা-অভয়নগর,জেলা-যশোর।

ভূমিকা ঃ

বীনা রাণী দাস যশোর জেলাধীন অভয়নগর উপজেলার শংকরপাশা গ্রামের মিস্ত্রিপাড়ার হত দরিদ্র পরিবারের এক মহিলার নাম। ২০০০ সালের গোড়ারদিকে স্বামী গণেশ চন্দ্র দাস এক ছেলে ও এক মেয়ে সহ ০৪ জনের সংসারে স্বামীর সামান্য দিন মজুরীর টাকায় সে সংসার চালাত। সেখানে নিতান্তই অসহায় চিত্তে সংসার ও বাচ্চাদের অসস্থা পরিলক্ষিত করা ছাড়া কোন উপায় ছিলনা । এহেন পরিস্থিতিতে জুন'২০০০ সালে তার সাথে পরিচয় ঘটে দমআক প্রকল্পের মাঠ সংগঠক জেসমিন আক্তারের সাথে। জেসমিন আক্তারের উৎসাহে তিনি দমআক প্রকল্পের আওতায় একটি প্রাথমিক সমিতি গঠন করেন। শুরুতে ২০০০-২০০০১ সালে বীনা রাণী দাস ৫,০০০/= টাকা ঋণ ড্রগন করেন। সেই টাকা দিয়ে দিনি কোরআন শরীফের রেহালের রং করা কাজ শুরু করেন।ঋনের কিস্তি নিয়মিত পরিশোধের পরেও তিনি নীট মুনাফা অর্জন করেন ৫,০০০/= টাকা। এর পর তিনি প্রতি বছর এ সমিতিরন মাধ্যমে ঋণ গ্রহন করতে থাকেন এবং এ পর্যন্ত তিনি এ সমিতি হতে সর্বমোট ঋণ গ্রহন করেছেন ১,১৫,০০০/= টাকা। বর্তমানে সমিতিতে তার শেয়ার-সঞ্চয়ের পরিমান ১৯,৩৫০/= টাকা।

অত্র প্রকল্পের সহায়তায় তিনি টাঙ্গাইল প্রশিক্ষন কেন্দ্র হতে দর্জি বিদ্যার উপর প্রশিক্ষন গ্রহন করেন। প্রশিক্ষন পরবর্তীকালে তিনি নিজ বাড়িতে দর্জিবিদ্যা,কাঠের রেহাল তৈরী,পিড়া বেলুন তৈরী ও কাঠের তৈরী বিভিন্ন খেলনা সামগ্রীর রং করার ক্ষুদ্র কারখানা স্থাপন করেন। কারখানায় তার স্বামী ও ছেলে মেয়ে এবং সমিতির সদস্যরা কাজ করেন। এতে কওে তার সমিতির সদস্যরা আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছেন এবং সংসারে অভাব অনটন মেটাতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি সর্ব সম্মতিক্রমে অত্র সমিতির ম্যানেজার নির্বাচিত হন এবং উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির ২ (দুই) বার সহঃ সভাপতি পদে নির্বাচিত হন। বীনা রানী দাস হয়ে ওঠেন অত্র উপজেলার দমআক প্রকল্প ভূক্ত সকল সদস্যদের কাছে একজন সফল সমবায়ী ও স্বাবলম্বী নারী।

বীনা রানী দাস অত্র প্রকল্প হতে নেতৃত্বের বিকাশ, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা, ঋণ গ্রহণ ও ঋনের ব্যবহার, দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে ঋণের সুষ্ট ব্যবস্থাপনা বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ লব্ধ জ্ঞান, যোগ্যতা, মেধা ও মননশীলতাকে তিনি তার নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখেননি, তিনি সেটাকে ছড়িয়ে দিয়েছেন তার সমিতির সকল সদস্যদের মাঝে। উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মীদেও সাথে যোগাযোগ করে তিনি সদস্যদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রী নিয়মিত সরবরাহ করেন। স্থানীয় পশু হাসপাতাল হতে সরবরাহকৃত হাঁস-মুরগী ও গবাদি পশুর প্রতিষেধক টীকা সংগ্রহ করে এলাকার জনসাধারনের কল্যানার্থে বিতরন করে থাকেন। সমিতির সকল সদস্যদের কে স্বাক্ষর জ্ঞান দানে সক্ষম হয়েছেন। সমবায় বিধি মোতাবেক তার সমিতির অডিট, এজিএম, নির্বাচন পরিচালিত হয়ে থাকে। এক কথায় ১৩(তের) বছর পূর্বে বীনা রানী দাস ও বর্তমানে বীনা রানী দাসের সফলতা

১। তিনি কুঁড়ে ঘর থেকে ৫ কাঠা জমির উপর পাকা বিল্ডিং ঘরের মালিক হয়েছেন।
২। নিজ ব্যবসা ও কুঠির শিল্পে তার নিজস্ব পুঁজি ২,০০,০০০/-(দুই লক্ষ) টাকার উপরে।
৩। তার একটি ছেলে এসএসসি ও একটি মেয়ে স্নাতক (সম্মান) পাস।
৪। তিনি একজন সফল সমবায়ী ও স্বাবলম্বী নারী।

বীনা রানী দাসের মতামত ঃ

ব্যক্তিগত সফলতার বিষয়ে তাকে অফিসের পক্ষ থেকে মতামত চাওয়া হলে তিনি বলেন -পরিশ্রম ও চেষ্টার মাধ্যমে আমি দারিদ্র্যতাকে জয় করেছি। অত্র প্রকল্পের আর্থিক ও অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক সাহায্য নিয়ে আমি ও আমার সমিতির প্রায় সকল সদস্য আজ স্বাবলম্বী। প্রথম কথা আমার স্বামী আজ কারও দিন মজুর নহে। এখন তিনি একজন ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোক্তা ও ব্যবসায়ী। এমূহুর্তে আমি মনে করি, ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোক্তা হিসাবে চাহিদা মত পর্যাপ্ত ঋণ পাওয়া গেলে গ্রামের বেশ কিছু দিন মজুরের আত্ম কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব হবে। অত্র প্রকল্পের সকল কার্যক্রম পূর্বের ন্যায় অব্যাহত থাকুক এবং প্রকল্পভুক্ত সকল সদস্য স্বাবলম্বী হউক এটাই আমার কামনা।

উপসংহার ঃ

বীনা রানী দাস একজন বিনয়ী, সৎ, পরিশ্রমী, নিষ্ঠাবান এবং জীবন সংগ্রামে সফল একজন নারীর নাম। শুধূ নিজেরই না তার সফল নেতৃত্বের কারনে আর্থিক সচ্ছলতার মূখ দেখেছেন শংকরপাশা মিস্ত্রিপাড়া এমবিএসএস লিঃ এর প্রায় সকল সদস্য। জীবনে প্রায় সকল ক্ষেত্রে তিনি একজন সফল নেত্রী। সফল ও অনুকরনীয় নেতৃত্বের কারনে সমিতি ও গ্রামে তিনি একজন সম্মানীয় নারী হিসাবে ইতিমধ্যে পরিচিতি লাভ করেছেন। সফল এই সমবায়ী মহিলা সত্যিই বিআরডিবি পরিবারে এক অনুসরনীয় দৃষ্টান্ত।

রেহানা পারভীন
সহঃ পল্লী উন্নয়ন অফিসার(ইরেসপো)
অভয়নগর, যশোর।

শাহানারা বেগম
উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার
অভয়নগর, যশোর।